দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 21 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

পাকিস্তানে জিহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ ৩০ কোটি রুপী

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া সরকার এর বাজেট 'ইউনিভার্সিটি অব জিহাদ' হিসাবে পরিচিত এক মাদ্রাসার জন্য ৩০ কোটি রুপী বরাদ্দ করেছে। আফগানিস্তানের তালেবানের সাবেক প্রধান মোল্লা ওমর ও মোল্লাহ মনসুরসহ অনেক শীর্ষস্থানীয় নেতা এ মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। খবর পিটিআই অনলাইনের।

খাইবার পাখতুনখোয়ার প্রদেশের তেহরিক-ই-ইনসাফ দলীয় সরকারের মন্ত্রী শাহ ফরমান এ সপ্তাহে প্রাদেশিক আইন পরিষদে বলেছেন, আমি গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, দারুল উলুম হাক্কানিয়া নওশেরা মাদ্রাসা বার্ষিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ৩০ কোটি রুপী পাবে। তিনি বলেন, খাইবার পাখতুনখোয়ায় ইমরান খানের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ সরকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে কোন অভিযান চালাচ্ছে না এবং টার্গেটও করছে না। প্রতিষ্ঠানগুলোকে বরং সহযোগিতা করে এবং অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়ে আসছে।

খাইবার পাখতুন সরকার সহায়তা দিল পুরনো মাদ্রাসাকে

কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় আফগান তালেবান নেতা নওশেরা জেলায় আকোরা খটকে অবস্থিত এ মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। হাক্কানি নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা জালাল উদ্দিন হাক্কানি, ভারতীয় উপমহাদেশে আল কায়েদা নেতা আসিম উমর ও নিহত আফগান তালেবান প্রধান মোল্লাহ আকতার মনসুর। মোল্লাহ আখতার মনসুর গত মাসে মার্কিন ড্রোন হামলায় নিহত হন।

নিউজ ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানকে এত বিশাল অঙ্কের অর্থ সহায়তা দেয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী হাবিবুর রহমান বলেন, মুখ্যমন্ত্রী পারভেজ খট্টক হাক্কানি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে এ অর্থ সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, মাদ্রাসার জন্য এ বরাদ্দের ১৫ কোটি রুপী দেয়া হবে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এবং বাকিটা দেয়া হবে পরবর্তী বছরে। মন্ত্রীর উদ্বৃতি দিয়ে পত্রিকাটি বলেছে, পাকিস্তানে দারুল উলুম হাক্কানিয়া সবচেয়ে পুরনো ও বড় মাদ্রাসাগুলোর অন্যতম। হাবিবুর রহমান জামায়াত-ই-ইসলামের একজন সদস্য। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এ মাদ্রাসার বর্তমান প্রধান হিসাবে আছেন মওলানা সামিউল হক। তিনি জমিয়ত উলেমায়ে ইসলামের নেতা এবং ৪০টিরও বেশি দলের জোট দিফা-ই-পাকিস্তান কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। এ সংগঠনগুলোর মধ্যে আছে হাফিজ সাইদের নেতৃত্বাধীন জামাত-উদ-দাওয়া ও নিষিদ্ধ ঘোষিত সিপাহ-ই-সাহাবা। শাহ ফরমান বলেন, খাইবার পাখতুনখোয়া সরকার প্রদেশে অন্য মাদ্রাসা ও মসজিদগুলোকেও অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়ে আসছে।